ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 063 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৬৩ ● কলকাতা ● ২২ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● শনিবার ● ০৭ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হুমকির মুখে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের ভূমিকা

জীবনতলা থানায় একাধিক অভিযোগ, তবু পদক্ষেপহীনতা—নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা:

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার হেদিয়া গ্রামে একজন সংবাদপত্রের সম্পাদককে ঘিরে নিরাপত্তা সঙ্কটের অভিযোগ সামনে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক অনিয়ম, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক গাফিলতির বিরুদ্ধে কলম ধরার জেরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবার নানা ধরনের হুমকি ও ভয়ভীতির সম্মুখীন হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে জীবনতলা থানায় একাধিকবার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগকারীর দাবি, এতদিনেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে পরিস্থিতি নিয়ে এলাকায় উদ্বেগ বাড়ছে।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বক্তব্য, একজন সংবাদকর্মী হিসেবে তিনি সমাজের নানা সমস্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন

প্রকাশ করে আসছেন। সেই কারণেই কিছু অসাধু ও প্রভাবশালী মহল তাঁকে চুপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।

এলাকার একাংশের বাসিন্দারাও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, একজন সাংবাদিক বা সম্পাদকের উপর যদি এভাবে চাপ সৃষ্টি হয় এবং প্রশাসন নীরব থাকে, তবে তা গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য উদ্বেগজনক। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সত্য প্রকাশের অধিকার বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও মত প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

যদিও এই অভিযোগ প্রসঙ্গে জীবনতলা থানার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে সচেতন মহলের মতে, বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব।

পর্ব 222

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যদি উভয়ের মধ্যে আদানপ্রদান না হয়, তবে ভাষার কোন তাৎপর্যই নেই, মহত্ত্বই নেই। বক্তার সঙ্গে শ্রোতার আত্মিক সম্বন্ধ হওয়া দরকার। উভয়ের মধ্যে একই স্তরের উপরে আদানপ্রদান স্থাপিত হতে হবে। **ক্রমশঃ**

শুভেন্দুর সেই কথাই কি সত্যি? বাংলায় কি জারি হবে রাষ্ট্রপতি শাসন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঠিক সময়ে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সরকার গঠন করতে হলে আর কয়েকদিনের মধ্যেই ভোট ঘোষণা করে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। হাতে আর খুব বেশি সময় নেই। আগামী ৭ মে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। অর্থাৎ ২ মাসের মধ্যে যা করার করতে হবে। এই আবগেই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার জল্পনা একধাপ বাড়ল রাজ্যপালের পদত্যাগ করার খবরে।৭ মে এই সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। রাজ্যপাল বদলে জল্পনা বেড়েছে আরও।

কারণ এই পরিস্থিতি এমন একজনকে রাজ্যপাল হিসেবে প্রয়োজন যাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা, সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা থাকবে, সেই সঙ্গে থাকতে হবে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও। সেই অঙ্কেই হয়ত পিছিয়ে পড়ছেন সি ভি আনন্দ বোস। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলছেন, "স্বাভাবিকভাবে এটা হওয়া উচিৎ নয়। কমিশনের জন্যই এই পরিস্থিতি। কমিশনকে বলা হয় নিরপেক্ষ সংস্থা। নিয়ম অনুসারে কেয়ার টেকার সরকার, অন্তত ৬ মাস পর্যন্ত দায়িত্ব রাখতে পারে।"বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই ইস্তফা দেন সি ভি আনন্দ বোস। সূত্রের খবর, হঠাৎ করেই তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়, তারপরই এই ইস্তফা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট থেকে জানা গিয়েছে, নয়া রাজ্যপাল হচ্ছেন আরএন রবি। এরপর থেকেই বাড়ছে জল্পনা।

ঠিক বছর খানেক আগে মুর্শিদাবাদে যখন প্রবল অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেই সময় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ভোট করানো উচিৎ। তাঁর দাবি ছিল, শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের পক্ষে বাংলায় ভোট করানো সম্ভব হবে না, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করলে তবেই সবাই ভোট দিতে যেতে পারবেন। এবার এসআইআরের অবস্থা দেখে সেই জল্পনা আরও বেড়েছে। চূড়ান্ত তালিকা বেরলেও ৬০ লক্ষ নামের যাচাই প্রক্রিয়া এখনও বাকি।

তার মধ্যে মাত্র ৬ লক্ষ ১৫ হাজার ভোটারের তথ্য যাচাই করা হয়েছে। অঙ্কের হিসেব বলছে, অতিরিক্ত বিচারক আনলেও বাকি ৫৪ লক্ষ নথি বিবেচনা করতে অনেক সময় লাগবে। নথি যাচাই শেষ হওয়ার পর আদৌ ভোট করানো কতটা সম্ভব হবে, সেই প্রশ্ন উঠেছে। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে এই নতুন সঙ্কট।

ধর্মতলার ধর্নামঞ্চের সামনে পার্শ্ব শিক্ষকদের বিক্ষোভ! 'মোদীকে গিয়ে জানান', বললেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে এসআইআর ইস্যুতে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে ধর্মতলায় ফের ধর্নায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তবে সেখানে কিছুটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে পার্শ্ব শিক্ষকদের বিক্ষোভের ফলে।রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ৬০ লক্ষ নাম 'বিচারাধীন' রয়েছে। বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে শুক্রবার থেকে ধর্মতলায় ধর্নায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মেট্রো চ্যানেলে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে।ধর্মতলার ধর্নামঞ্চে পার্শ্ব শিক্ষকদের বিক্ষোভ শুরু হয় হঠাৎ। পার্শ্ব শিক্ষক ঐক্য মঞ্চের প্রতিনিধিরা বিক্ষোভ দেখান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্নামঞ্চের সামনে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বলেন - এটা বিক্ষোভ দেখানোর জায়গা না,

এরপর ৩ পাতায়

বিচারাধীনের জন্য লড়াই চলবে', ধর্না মঞ্চ থেকে নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগে বিপুল সংখ্যাক বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে। সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আজ, শুক্রবার ধর্মতলায় ধর্নায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই ধর্নায় উপস্থিত হয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলনেত্রী মমতার পাশের আসনে গিয়ে বসেন।তাছাড়া রবিবার আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুলবেঞ্চ। তার আগে এমন ধর্না নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ বাড়াল বলে মনে করা হচ্ছে। আর ধর্মতলার ধর্না মঞ্চ থেকে অভিষেক বিজেপি-নির্বাচন কমিশনকে তুলোধনা করে বলেন, 'অপরিকল্পিত এসআইআরের জন্য ১৭২ জন সহনাগরিককে হারিয়েছি। মাটির জন্য তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের বলিদান, প্রাণ আমরা বৃথা যেতে দেব না। এবার নো ভোট টু বিজেপি নয়, বয়কট বলতে হবে। সামাজিকভাবে বয়কট করুন। ভারতবাসীর পোড়া কপাল। দেশ কার থেকে পেট্রোল কিনবে সেটা ঠিক করে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ধর্মতলার ধর্নামঞ্চের সামনে পার্শ্ব শিক্ষকদের বিক্ষোভ! 'মোদীকে গিয়ে জানান', বললেন মুখ্যমন্ত্রী

কিছু দেখানোর হলে মোদীকে গিয়ে দেখান! এখানে রাজনীতি করবেন না।

বিক্ষোভকারীদের শুনিয়ে মমতা বলেন, "কেউ শান্তভাবে থাকতে পারলে থাকবেন, না হলে থাকবে না। এটা কারও কোনও দাবি তোলার জায়গা নয়, এটা একমাত্র এসআইআরের দাবি, ভোটাধিকারের ব্যাপার। ব্যক্তিগত দাবি জানানোর মঞ্চ এটা নয়। রাজনীতি করার থাকলে অন্য কোথাও করুন। এটা রাজনীতির সময় নয়।"

মমতার আরও সংযোজন, "এটা খোলামেলা জায়গা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে যা খুশি করা যাবে। কেউ এলে সম্মান নিয়ে আসুন। আর কিছু দেখানোর থাকলে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, ভ্যানিশ কুমার (পড়ুন জ্ঞানেশ কুমার)-কে দেখান।" এরপর পুলিশকে উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন, বিক্ষোভকারীদের শান্তভাবে কোনও এক জায়গায় বসিয়ে দিতে।

প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, ধর্মতলাতে ধর্না চলবে। তিনি দাবি করেন, ভোটার তালিকায় এমন বহু মানুষের নাম রয়েছে যাঁদের মৃত বলে দেখানো হয়েছে, অথচ তাঁরা বাস্তবে জীবিত। সেই সমস্ত মানুষকে আগামী দিনে সামনে আনা হবে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁর পরিচিত এমন একজন ব্যক্তিও আছেন যিনি সম্পূর্ণ সুস্থভাবে বেঁচে আছেন, কিন্তু ভোটার তালিকায় তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই ব্যক্তিকেও তিনি আগামিকাল সামনে নিয়ে আসবেন বলে জানান।

(২ পাতার পর)

বিচারাধীনের জন্য লড়াই চলবে', ধর্না মঞ্চ থেকে নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

দিচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প! এই মঞ্চে ১০ কোটি বঙ্গবাসীকে সাক্ষী রেখে বলছি, এবার বিজেপিকে বয়কট করতে হবে। যারা বিজেপির হয়ে গলা ফাটাত, তারা যুবশ্রীর ফর্ম পূরণ করছেন। দিলে মমতাদিই দেবে।'ভোটার তালিকা যাচাই প্রক্রিয়া বা এসআইআরের নামে নির্বাচন কমিশন অসৎ উদ্দেশে বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া এবং জীবিত মানুষকে মৃত দেখানোর মতো ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। আর তা নিয়েই সুর চড়ালেন অভিষেক।

এদিকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতেই এবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে আন্দোলন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ, শুক্রবার ধর্মতলার মঞ্চ থেকে সুর সপ্তমে তোলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সেখান থেকেই অভিষেকের আক্রমণ, 'রোজা রেখেছেন, রোজাদারদের, সকল ধর্মের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অপরিকল্পিত এসআইআর। বিচারব্যবস্থার একাংশ, ইডি-সিবিআই, সংবাদমাধ্যম। সবার উপরে চ্যালেঞ্জ থাকল। মানুষ ভোট দেবে, এই লড়াই সেই লড়াই। বিচারাধীন ৬০ লক্ষ। নাম কেটেছে ৫৮ লক্ষের। এক কোটির বেশি মানুষ! ১ কোটি ২৪ লক্ষ। এসআইআর ঘোষণা হওয়ার তিন মাস আগে থেকে বিজেপি নেতারা গলা ফাটিয়ে বলেছিল। এটা তো কাকতালীয় হতে পারে না।'

অন্যদিকে এসআইআরের খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ নাম। তারপর আনম্যাপড, লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি নামক টোটকা সামনে নিয়ে আসে নির্বাচন কমিশন। যার প্রেক্ষিতে মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে শনিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। তাতে বাতিল করা হয়েছে আরও ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের তালিকার নিরিখে বাদের খাতায় মোট ৬৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার। এমনকী ৬০ লক্ষ ভোটার এখনও 'বিচারাধীন' (অ্যাডজুডিকেশন)। এই আবহে অভিষেকের তোপ, '১৯৯৩ সালের একুশে জুলাই লড়াই কাকে বলে দেখিয়ে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৩ বছর পর তিনি আবার দেখাবেন মানুষের স্বার্থে লড়াই। বিচারাধীন নিয়ে আপত্তি নেই। ৬০ লক্ষ মানুষের নাম যদি বিচারাধীন হয়ে থাকে তা হলে দেশের প্রধানমন্ত্রীও বিচারাধীন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীই একমাত্র নেত্রী যিনি সাধারণ নাগরিক হিসাবে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়তে গিয়েছেন। আর কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দেশের মানুষ সওয়াল করতে দেখেনি।'

ব্রিগেডের সভা থেকে কী বার্তা দেবেন মোদি? বঙ্গ বিজেপিতে চলছে জোর চর্চা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপি সূত্রের খবর, আগামী শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা। বিধানসভা নির্বাচনের আহে এই সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ওই মঞ্চ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনও ঘোষণা করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি নেতৃত্বের মতে, এই প্রতিশ্রুতিগুলি রাজ্যের কর্মসংস্থান ও প্রশাসনিক কাঠামোয় বড় পরিবর্তন আনতে পারে। সেই ধারাবাহিকতাতেই ব্রিগেডের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য ঘোষণাকে ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে যদি বড় কোনও অর্থনৈতিক বা কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ঘোষণা আসে, তবে তা বাংলার নির্বাচনী লড়াইয়ে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে। তবে প্রধানমন্ত্রী ঠিক কী ঘোষণা করবেন, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশাই বজায় রেখেছে বিজেপি নেতৃত্ব।এমন কথাই মনে করা হচ্ছে। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর সেই ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক মহলে চমক সৃষ্টি করতে পারে এবং আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সমীকরণেও বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

বিজেপির এক কেন্দ্রীয় নেতা এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ব্রিগেডের সভায় প্রধানমন্ত্রী এমন একটি বার্তা দিতে পারেন যা সরাসরি

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

ছেলেধরা সন্দেহে আবারও 'গণপিটুনি', উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ!

তেহট্টে গণপিটুনিতে দু'জনের মৃত্যুর পর আবার ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির অভিযোগ। তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। নির্মম অমানবিক অত্যাচারের মারধরের ছবি ভাইরাল। স্বতঃপ্রণোদিত মামলার রুজু করে ১১ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনাটি নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানার হরনগর এলাকার। ধৃতদের আজ কৃষ্ণনগর আদালতে পাঠানো হয়েছে।দীর্ঘদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হার মানেন। ঘটনায় ৮ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মামলা এখনও বিচারাধীন। তার মধ্যেই মালদহে এক মহিলাকে ছেলেধরা সন্দেহে এক মহিলাকে গণপিটুনির অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি বীরভূমের একটি গ্রামেও একই ধরনের গুজব ছড়ায়। পুলিশের পক্ষ থেকে গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারপরও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।আদালত তাঁদের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। এই ঘটনায় একজন পুলিশ কর্মীও জখম হন। এরপর ওই ব্যক্তি আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে বেথুয়াডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে পুলিশ। সেখান থেকে তাঁকে শক্তিনগর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে মামলার রুজু করে ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্তদের কৃষ্ণনগর আদালতে পাঠিয়ে পুলিশ হেফাজতে চেয়ে আবেদন করা হয়। পাঁচ দিনে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ও সোশ্যাল মিডিয়ার ছবি দেখে বাকি অভিযুক্তদের শনাক্তকরণ করা চেষ্টা করছে পুলিশ।

পুলিশের পক্ষ থেকেও এই ধরনের গুজবের ঘটনা বিরত থাকার জন্য প্রত্যেকটি থানা থেকে আবেদন করা হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ছেলেধরা গুজব রটছে। আর সেই গুজবের জেরে রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় গণপিটুনির অভিযোগ উঠছে। কিছুদিন আগে মেদিনীপুরে এক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে চোর সন্দেহে গণপিটুনির অভিযোগ ওঠে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাইত্রিশতম পর্ব)

ডাকে কখনওই সাড়া না দিয়ে থাকেননি। সন্তানস্নেহে ভক্তদের আপন করে নিতেন। প্রতিটি মানুষকে নিজের মধ্যে দেবতাজ্ঞানে গ্রহণ করতেন। সাড়া দিয়েছেন সবার ডাকে, এমনকী পশুপাখিদেরও সন্তানস্নেহে আপ্লুত করেছেন। সারদার কৃপালাভের জন্য মানুষ যখন ব্যাকুল, তাঁকে দেবী ভাবে পুজো দিতে আকুল, তিনি তখনও আর পাঁচ জন সাধারণের মতো নিজেকে ভাবতেন। সব সময় নিজেকে আড়াল করে রাখতেন। যেন অতি সাধারণ এক পল্লিবালা। যে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে সেই তাঁর দেখা পাবে। এই সেদিন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ব্রিগেডের সভা থেকে কী বার্তা দেবেন মোদি? বঙ্গ বিজেপিতে চলছে জোর চর্চা

বাংলার মানুষের জন্য বড় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি হিসাবে সামনে আসবে। তাঁর কথায়, "প্রধানমন্ত্রী এমন একটি ঘোষণা করবেন, যা শুধু রাজনৈতিক নয়, প্রশাসনিক এবং উন্নয়নের দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হবে। সেই ঘোষণা অনেককেই চমকে দেবে।"

বিজেপির এক নেতার কথায়, "প্রধানমন্ত্রী এমন একটি ঘোষণা করবেন, যা শুধু রাজনৈতিক নয়, প্রশাসনিক এবং উন্নয়নের দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হবে। সেই ঘোষণা অনেককেই চমকে দেবে।"

দলীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই রাজ্যে বিজেপির প্রচারে গতি আনতে একাধিক বড় প্রতিশ্রুতি সামনে আনা হচ্ছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক জনসভা থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা, আট মাসের মধ্যে সমস্ত শূন্য সরকারি পদ পূরণ করা এবং যুব সমাজের জন্য চাকরি পাওয়ার বয়সসীমা বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যতবার আমরা মাতৃকা-উপাসকরা আক্রান্ত, ততবার আদিমাতৃকারা ভয়াভয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করবেন।

চন্দ্রকেতুগড়, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক। ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা মিউজিয়াম অভ আর্ট-এ আছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারত-কানাডা নেতাদের যৌথ বিবৃতি

নতুন দিল্লি, ০২ মার্চ, ২০২৬

(শেষ পর্ব)

কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে সম্মত হয়েছেন।

এই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য, নেতারা দুটি মৌলিক স্তরকে কেন্দ্র করে নবায়নকৃত ভারত-কানাডা কৌশলগত অংশীদারিত্ব গঠনে সম্মত হয়েছেন।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পর্যায়ে আয়োজিত নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা সংলাপের অগ্রগতি এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগকারী অগ্রাধিকারগুলিতে বর্ধিত সহযোগিতা পরিচালনার জন্য একটি অভিন্ন কর্মপরিকল্পনার চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন নেতারা। বহুত্ববাদী গণতন্ত্র হিসেবে, তারা সহিংস চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদ, সংগঠিত অপরাধ, যার মধ্যে মাদকদ্রব্য ও ফেন্টানাইলের অবৈধ প্রবাহ, সাইবার অপরাধ, আর্থিক জালিয়াতি, পাচার এবং সম্পর্কিত অপরাধমূলক নেটওয়ার্কগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সম্পর্কিত সমস্যাগুলি মোকাবেলায় সহযোগিতা আরও গভীর করতে সম্মত হয়েছেন।

নেতারা বাস্তব সামরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মূল্য স্বীকার করেন এবং সহযোগিতামূলক কার্যক্রম, যৌথ প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং পেশাদার সামরিক বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক গভীর করার সুযোগকে স্বাগত জানান। নেতারা প্রতিরক্ষা উপকরণ সহযোগিতা, সরবরাহ শৃঙ্খল স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মতো ক্ষেত্রে একটি নতুন সামুদ্রিক নিরাপত্তা অংশীদারিত্বকে স্বাগত জানিয়েছেন।

উভয় দেশ ভারত-কানাডা প্রতিরক্ষা আলোচনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্মত হয়েছে যা বৃহত্তর প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সুযোগ চিহ্নিত করার জন্য নিজ নিজ প্রতিরক্ষা নীতি, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা উন্নয়ন এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতামত বিনিময় করবে।

এই প্রেক্ষাপটে, তারা ভারতে কানাডার একজন প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে নিয়োগ এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে কানাডার প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে ভারতের একযোগে স্বীকৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ জোরদার করার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন।

উভয় দেশই আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিভিন্ন মঞ্চে সহযোগিতা আরও গভীর করতে সম্মত হয়েছে। এই সম্পর্ক সমন্বয়কে শক্তিশালী করবে এবং ক্রমবর্ধমান জটিল কৌশলগত পরিবেশে অগ্রাধিকারগুলির একটি ভাগাভাগি বোঝাপড়াকে উৎসাহিত করবে।

নেতারা একমত হয়েছেন যে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ক্রমবর্ধমান কৌশলগত ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের একটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে এবং একটি মুক্ত, উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্থিতিস্থাপক ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতি তাদের যৌথ প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

নেতারা ভারত মহাসাগর অঞ্চলের জন্য ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কানাডার ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কৌশলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মিলনের কথা উল্লেখ করেছেন, যা স্থিতিশীলতা, টেকসই উন্নয়ন, সংযোগ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অভিন্ন স্বার্থের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

নেতারা উল্লেখ করেছেন যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত নবায়নকৃত মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার এবং সহযোগিতার জন্য একটি ভবিষ্যতমুখী এজেন্ডা স্থাপনের লক্ষ্যে সম্পৃক্ততার একটি নতুন পর্যায়ে চিহ্নিত করেছে, যা ভাগ করা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক পরিপূরকতার উপর ভিত্তি করে।

একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং পারস্পরিকভাবে উপকারী বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) এর দিকে আলোচনা পুনরায় শুরু করার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা জোরদার করার জন্য নেতারা তাদের যৌথ প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। নেতারা আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে একটি বিস্তৃত বাণিজ্য কাঠামো অংশীদারিত্বের জন্য একটি টেকসই অর্থনৈতিক নোঙর হিসেবে কাজ করবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৭০ বিলিয়ন কানাডিয়ান ডলার / ৪.৬৫ লক্ষ কোটি টাকায় সম্প্রসারণের যৌথ আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করবে।

বিকশিত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক দৃশ্যপটকে স্বীকৃতি দিয়ে, উভয় পক্ষ একটি স্থিতিস্থাপক, নির্ভরযোগ্য এবং পূর্বাভাষযোগ্য বাণিজ্য সম্পর্কের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন যা সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে, বাহ্যিক দুর্বলতা হ্রাস করে, একে অপরের সংবেদনশীলতাগুলিকে সামঞ্জস্য করে এবং অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে পারস্পরিক উপকারী সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে আরও বাণিজ্যিক গতিশীল করার জন্য, নেতারা চারটি পারস্পরিক মন্ত্রী পর্যায়ের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কর্মসূচির একটি কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে কানাডায় দুটি সফর এবং ভারতে দুটি সফর, যার সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদলও থাকবে।

নেতারা বেসরকারি ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও গভীর করতে এবং অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবহারিক সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ভারত-কানাডা সিইও ফোরাম পুনর্গঠনকে স্বাগত জানিয়েছেন।

নেতারা অর্থমন্ত্রীদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক আলোচনা শুরু করার জন্য স্বাগত জানিয়েছেন, যা অর্থ প্রদানের আধুনিকীকরণ, আর্থিক স্থিতিশীলতা, ফিনটেক উদ্ভাবন এবং মূলধন বাজার উন্নয়নের মতো বিষয়গুলিতে অর্থ কর্মকর্তাদের একত্রিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী কার্নি তাদের উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য ভারত সরকার এবং জনগণের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং এই ব্যাপক অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কানাডার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

উভয় নেতা উচ্চ-স্তরের অব্যাহত সম্পর্ককে স্বাগত জানিয়েছেন এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে এই যৌথ বিবৃতিতে বর্ণিত উদ্যোগগুলি ভারত-কানাডা অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করবে, পারস্পরিক আস্থা জোরদার করবে এবং উভয় দেশ এবং তাদের জনগণের জন্য বাস্তব, দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা প্রদান করবে।

তারা নিশ্চিত করেছেন যে একটি শক্তিশালী ভারত-কানাডা অংশীদারিত্ব আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, আন্তর্জাতিক সুস্থিরতা এবং পারস্পরিক স্বার্থ জড়িত সমৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে, যা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং নিরাপদ ভবিষ্যত গঠনের জন্য তাদের সাধারণ প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

৬০ লাখ বিচারাধীনের মধ্যে নিষ্পত্তি মাত্র ৬ লাখ, ভিন রাজ্য থেকে বাংলায় ২০০ বিচারক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিনক্ষণ জানা যাবেই বা কবে? ভোট কত দফায়? এই মুহূর্তে ভোটমুখী বাংলায় প্রশ্ন একাধিক। আর তারমধ্যেই রাজ্যে প্রকাশিত হয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। বর্তমানে চলছে ভোটার তালিকায় 'বিচারাধীন' ভোটারদের তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া। জমা দেওয়া তথ্য খতিয়ে দেখছেন রাজ্যের বিচারকরা।অন্যদিকে, রবিবার রাতে রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সোম ও মঙ্গলবার দফায় দফায় রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে বিএলওদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তাঁরা। তারপর দিল্লি ফিরে যাবেন। তারপরই ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হবে বলেই অনুমান। এদিকে, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ধর্নায় বসতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

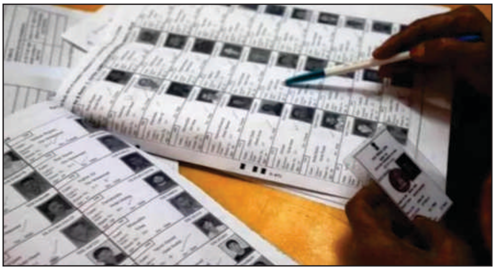

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দুপুর ২টো থেকে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে (এসপ্ল্যানেড) তিনি ধর্না-অবস্থানে বসবেন।এবার ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড থেকে ২০০ বিচারক সেই প্রক্রিয়ার দায়িত্ব নেবেন। কমিশন সূত্রে খবর, আগামী ৭ মার্চ তাঁদের রাজ্যে পৌঁছনোর কথা। মূলত দক্ষিণবঙ্গের আটটি জেলাকে পাখির চোখ করেই এই বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এতএব মতুয়াগড়ের দায়িত্ব থাকছে তাঁদের হাতে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত মোট ৬০ লক্ষ 'বিচারাধীন' ভোটারের মধ্যে মাত্র ৬ লক্ষ নাম খতিয়ে দেখার কাজ বা 'অ্যাডজুডিকেশন' সম্পন্ন হয়েছে। তবে কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, নিষ্পত্তির অর্থই চূড়ান্ত তালিকায় নাম উঠে আসা নয়। অর্থাৎ নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর যাঁদের দাবি বৈধ প্রমাণিত হবে, কেবল তাঁদেরই ঠাঁই হবে মূল তালিকায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর রাজ্যের বিচারকরা 'সন্দেহজনক' ভোটারদের তথ্য যাচাই করছেন। বর্তমানে রাজ্যে ৫০৫ জন বিচারক এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সামলাচ্ছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছিল প্রয়োজনে ওড়িশা-ঝাড়খণ্ডের বিচারকদেরও বঙ্গ এসআইআরে নথি যাচাইয়ের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেই মোতাবেকই ২০০ জন বিচারককে উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়ার মতো মতুয়াগড়ে কাজে লাগানো হবে বলে জানা গিয়েছে। তার আগে দু'দিন তাঁদের প্রশিক্ষণ হবে। তারপর ৯ মার্চ থেকে তাঁরা কাজ শুরু করবেন। কমিশনের লক্ষ্য, ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই এই তালিকার জট যতটা সম্ভব কাটিয়ে ফেলা।

ভিন রাজ্য থেকে আসা এই অফিসারদের মূলত আটটি জেলায় মোতায়েন করা হবে। জেলাগুলি হল, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলি, বীরভূম এবং নদিয়া। কিন্তু প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারকে 'বিচারাধীন' থাকতে হল কেন? কমিশন সূত্রে কয়েকটি কারণ জানানো হচ্ছে। ৬০ লক্ষের মধ্যে ৫ লক্ষ শুনানিতে আসেননি। অনেকে কোনও নথিই দেননি। কিছু ভোটার এমন নথি দিয়েছেন যা গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে ইআরওরা ভোটারকে বাতিল হিসাবে মনে করেননি। এছাড়াও ৮-১০ লক্ষ ভোটার নোটিস পায়নি। তাঁরা আসেন। তাঁদের নামও বিচারধীন তালিকায় রয়েছে। এখন মূল লক্ষ দ্রুত ভোটারদের মামলা নিষ্পত্তি করে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করা। তবে প্রশ্ন উঠছে, যদি ভোটের মধ্যে সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে কী এই বিপুল সংখ্যক ভোটার 'সাইড লাইনে' থাকবেন। সেই উত্তর মেলেনি।

পশ্চিম এশিয়ার সংকট বিশ্বজুড়ে জ্বালানি নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে: রাজনাথ সিং

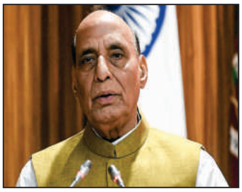

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা জারি করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ক্রমবর্ধমান সংঘাতকে 'অত্যন্ত অস্বাভাবিক' এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

তার অভিমত এই অঞ্চলের পরিস্থিতি গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

শুক্রবার কলকাতায় 'সাগর সংকল্প: ভারতের সামুদ্রিক গৌরব পুনরুদ্ধার' সম্মেলনে তিনি মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রুটের অনিশ্চিত অবস্থার কথা তুলে ধরেন।

রাজনাথ বলেন, 'পশ্চিম এশিয়ায় যা ঘটছে তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি কোনদিকে এগোতে পারে সে সম্পর্কে এই পর্যায়ে কোনও দৃঢ় মন্তব্য করা কঠিন।'

তিনি বলেন, 'আমরা যদি হরমুজ প্রণালী বা সমগ্র পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দিকে তাকাই, তাহলে বিশ্বের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। যখন এই অঞ্চলে কোনো অস্থিরতা বা ব্যাঘাত ঘটে, তখন তা সরাসরি তেল ও গ্যাস সরবরাহের ওপর প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয়, আমরা কেবল জ্বালানি খাতে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটতে দেখছি। এই অনিশ্চয়তার সরাসরি প্রভাব অর্থনীতি ও বিশ্ব বাণিজ্যের ওপর পড়ছে।'

রাজনাথ সিংয়ের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি আবারও সমুদ্রের গুরুত্ব প্রতিফলিত করেছে। তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাপী ভূ-রাজনীতির পরিবর্তনের এই যুগে, সমুদ্র আবারও বিশ্বের শক্তি ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। এমন সময়ে, একটি প্রধান সামুদ্রিক রাষ্ট্র (মেরিটাইম নেশন) হিসেবে ভারতের দায়িত্ব হলো ক্ষমতা, স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং আত্মবিশ্বাসে সঙ্গে নেতৃত্ব প্রদান করা।'

সিনেমার খবর

প্রশংসা কিংবা ট্রল আমাকে নাড়া দেয় না: সামান্থা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। দেড় দশকের অভিনয় ক্যারিয়ারে অনেক ব্যবসাসফল সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি। তবে ‘পুষ্পা’ সিনেমার আইটেম গানে নেচে মাত করার ব্যাপারটি ছিল লক্ষ্যণীয়।

৩৮ বছরের সামান্থা খ্যাতি যেমন কুড়িয়েছেন, তেমনই অর্থ সম্পদেরও মালিক হয়েছেন। সামান্থার অগণিত ভক্ত-অনুরাগী রয়েছেন। কিন্তু একটি মুদ্রার দুটো পিঠ থাকে। একটি শ্রেণি তাকে যেমন ভালোবাসেন, তেমনই অন্যটি অপছন্দও করেন। ফলে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা সময়ে ট্রলের শিকার হন, নেতিবাচক মন্তব্যও জমা পড়ে কমেন্ট বক্সে। এ পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেন, তা নিয়ে কথা বলেছেন এই অভিনেত্রী।

সামান্থা রুথ প্রভু তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে নেটিজেনদের সঙ্গে একটি আড্ডায় অংশ নেন। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ‘আস্ক মি এনিথিং’ শিরোনামের সেশনে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন। একজন ভক্ত তার কাছে জানতে চান, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো ও খারাপ—দুই ধরনের মন্তব্য জমা পড়ে। এসব মন্তব্য পড়ে আপনার কেমন প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়?

এ প্রশ্নের জবাবে সামান্থা রুথ প্রভু বলেন, “প্রশংসা কিংবা ট্রল কোনওটি আমাকে নাড়া দেয় না। কিন্তু আপনি যদি আমার ঘরে নেতিবাচকতা নিয়ে আসেন, তবে আমি আপনাকে ব্লক করব। যেমন- আমি আমার ব্যক্তিগত পরিসর পরিষ্কার রাখি, তেমনই এই পেজটাও পরিষ্কার রাখি। ব্লক হওয়া মানে এই নয় যে, আপনি আমাকে আক্রান্ত করেছেন। এর মানে আপনাকে এখানে স্বাগত জানাতে পারছি না।”

নাগা চৈতন্যর সঙ্গে সংসার ভাঙার পর অনেক কঠিন সময় পার করেছেন সামান্থা। বিবাহবিচ্ছেদের মানসিক যন্ত্রণার মাঝে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তবে সব সংকট কাটিয়ে গত ১ ডিসেম্বর পরিচালক রাজ নিদিমোরুকে বিয়ে করেছেন এই অভিনেত্রী। নতুন সংসারে দারুণ সময় পার করছেন এই তারকা জুটি।

সামান্থা রুথ প্রভু অভিনীত নতুন সিনেমা ‘মা ইন্তি বাঙ্গারাম’। তেলেগু ভাষার এ সিনেমা পরিচালনা করছেন নন্দিনী রেড্ডি। এ সিনেমায় দুই রূপে দেখা যাবে সামান্থাকে। একটি অ্যাকশনধর্মী, অন্যটি গৃহবধূর ভূমিকায়। প্রকাশিত টিজারে শাড়ি পরে দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে লড়াই করতে দেখা যায় সামান্থাকে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১৫ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবেসিনেমাটি।

অভিমান করে রাজ চক্রবর্তীকে নিয়ে যা বলেছিলেন খরাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিনোদন জগতের জনপ্রিয় অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায় একটা সময় একের পর এক সিনেমায় অভিনয় করে গেছেন। বিরতিহীন এ পথচলায় আজ সময়ের ব্যবধানে ভাটা পড়েছে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে আবার প্রলয় ২ সিনেমা অফিশিয়াল ট্রেলার, যেখানে একজন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গেছে এ কমেডি অভিনেতাকে।

ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাজ চক্রবর্তীর প্রতি পুরনো অভিমানের কথা উঠে আসে। খরাজ মুখোপাধ্যায় বলেন, একবার ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আর্টিস্টদের মিটিংয়ে পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সিনেমায় কাজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। সেই সময় আমি বলেছিলাম— রাজ যতদিন পরিচালক ছিলেন, ততদিন আমায় অভিনয়ে নিয়েছিলেন; কিন্তু এখন প্রযোজক হয়ে গেছেন, তাই আর এখন আমায় অভিনয় নেন না। তিনি বলেন, সেই সময় কথাটা আমি অভিমান করেই বলেছিলাম। কিন্তু এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে যে এমন কাণ্ড করে ফেলবে, তা কল্পনাও করতে পারিনি।

খরাজ বলেন, ‘রাজ আমায় ফোন করে বলেন— তোমার জন্য একটা চরিত্র আছে। তোমায় করতে হবে। কিন্তু এটা যে একেবারে প্রতিহিংসার মতো ব্যাপার হবে আমি বুঝতে পারিনি। এই চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে লাফানো-ঝাপানো সবকিছু করতে হয়েছে আমাকে। যদিও সেটা চরিত্রের জন্যই করতে হয়েছে। কারণ আমি একজন পুলিশের চরিত্রে অভিনয় করেছি।

এ অভিনেতা বলেন, এখন পর্যন্ত আমি যত পুলিশের চরিত্রে অভিনয় করেছি, তত বোধহয় এ ইন্ডাস্ট্রিতে অন্য কেউ করেনি। একজন পুলিশও হয়তো ততবার পোশাক পরেননি, যতবার আমি পুলিশের পোশাক পরেছি। তবে অবশ্যই এ চরিত্রে অভিনয় করাটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং ছিল। এই শরীরে এত কসরত করা অবশ্যই একটা বিরাট ব্যাপার ছিল আমার কাছে।

উল্লেখ্য, খরাজ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও এ সিরিজে পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করছেন রোহন ভট্টাচার্য। আগের পর্বের মতো এ পর্বেও স্বমহিমায় থাকছেন পার্থ ভৌমিক। থাকছেন ওম সাহানি থেকে শুরু করে জুন মালিয়া। এ ছাড়া আরও আছেন লোকনাথ দে থেকে শুরু করে অনুজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। তবে শুধু মারামারি নয়; এ সিরিজে থাকছে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের একটি আইটেম ড্যান্স। থাকছে সৌরসেনী মৈত্রের শাড়ি পরে অ্যাকশন করে দেখানোর মুহূর্ত। সর্বোপরি থাকছেন শ্বাশত চট্টোপাধ্যায়, যাকে ছাড়া এ সিরিজ অসম্পূর্ণ।

মেরুদণ্ডের সমস্যা নিয়েও টানা কাজ করেন শাহরুখ খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খানের শারীরিক অবস্থা ও কঠোর কর্মব্যস্ততা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন জ্যেষ্ঠ অভিনেতা গোবিন্দ নমদেব। তিনি জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে মেরুদণ্ডসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগলেও শাহরুখ অবিশ্বাস্য পরিশ্রম করে চলেছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দ নমদেব বলেন, শাহরুখ খানের শরীরে নানা ধরনের জটিলতা রয়েছে, যার মধ্যে শিরদাঁড়ার সমস্যা বেশ পুরনো। এত শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি দিনে প্রায় ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেন—যা সত্যিই বিস্ময়কর। তার মতে, শাহরুখ সাধারণত মাত্র তিন থেকে চার ঘণ্টা

ঘুমান। অল্প বিশ্রাম নিয়েও তিনি নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, সংলাপ মুখস্থ করেন এবং শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

২০০০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানি সিনেমায় শাহরুখের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন গোবিন্দ নমদেব। তিনি বলেন, সেই সময় থেকেই শাহরুখের অসাধারণ কর্মক্ষমতা তাকে মুগ্ধ করেছে। তার মতে, দিন-রাত এক করে কাজ করার মতো সক্ষমতা খুব কম মানুষেরই থাকে, আর শাহরুখ সে দিক থেকে ব্যতিক্রম। নিজের শরীরের সীমাবদ্ধতার কথা খুব একটা ভাবেন না তিনি।

এর আগে এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ খান নিজেও তার অনিয়মিত জীবনযাপনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি জানান, সাধারণত ভোর পাঁচটার দিকে ঘুমাতে যান তিনি। শুটিং থাকলে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়েই সকাল ৯টা বা ১০টার মধ্যে সেটে পৌঁছে যান। কাজ শেষে বাসায় ফিরে গোসল করে আবার শরীরচর্চায় সময় দেন এই তারকা।

একাই লড়লেন বেথেল, শেষ মুহূর্তে যেভাবে ম্যাচ জিতে নিল ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রানবন্যার ম্যাচে শেষ পর্যন্ত হাসল ভারতের মুখই। পাহাড়সম লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের আশা জাগিয়েছিল ইংল্যান্ড। জ্যাকব বেথেলের দারুণ সেঞ্চুরিতে ম্যাচটাও জমে উঠেছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু শেষ হাসি হেসেছে ভারত। ৭ রানের রোমাঞ্চকর জয়ে ইংল্যান্ডকে বিদায় দিয়ে ফাইনালে উঠেছে স্বাগতিকরা।

প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫৩ রান তোলে ভারত। জবাবে ইংল্যান্ড লড়াই চালিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ২৪৬ রানেই থেমে যায়। ফলে দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে ভারত।

ইংল্যান্ডের শুরুটা ভালো হয়নি। দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই সাজঘরে ফেরেন ওপেনার ফিল সল্ট। হার্দিক পান্ডিয়ার বলে অক্ষর প্যাটেলের হাতে ক্যাচ দেন তিনি। আউট হওয়ার আগে করেন ৫ রান।

দ্বিতীয় উইকেটে নামা দলনেতা হ্যারি ব্রুকও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ৬ বলে ৭ রান করে ফিরে যান তিনি। পাওয়ার প্লেতে আরেকটি উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। বরুণ চক্রবর্তীর বলে বোল্ড হওয়ার আগে ১৭ বলে ২৫ রান করেন জস বাটলার।

তিন উইকেট হারালেও রানের গতি ধরে রাখে ইংল্যান্ড। ৬ ওভারে তারা তোলে ৬৮ রান। এরপর ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন জ্যাকব বেথেল। তাকে কিছুটা সঙ্গ দেন টম ব্যান্টন, উইল জ্যাকস।

টম ব্যান্টন ৫ বলে ১৭ রান করে ফিরলেও আক্রমণ চালিয়ে যান বেথেল। উইল জ্যাকস করেন ২০ বলে ৩৫ রান। স্যাম কারান যোগ করেন ১৪ বলে ১৮ রান।

এদিকে নিজের ছন্দে খেলতে থাকেন বেথেল। মাত্র ১৯ বলে তুলে নেন অর্ধশতক। এরপর সেঞ্চুরিও পূর্ণ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৪৮ বলে ১০৫ রান করে থামেন এই ব্যাটার। তার ইনিংসে ছিল সাতটি চার, আটটি ছয়।

ভারতের হয়ে দুটি উইকেট নেন হার্দিক পান্ডিয়া। এছাড়া একটি করে উইকেট নেন অন্য চার বোলার।

এর আগে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাট করতে নামে ভারত। শুরুতেই আউট হন ওপেনার অভিষেক শর্মা। ৯ রান করে ফিরলেও দলকে চাপে পড়তে দেননি স্যাঞ্জু স্যামসন, ইশান কিষাণ।

দ্বিতীয় উইকেটে এই জুটি যোগ করেন ৯৭ রান। ইশান কিষাণ ১৮ বলে ৩৯ রান করে আউট হন।

এরপর ব্যাট হাতে দারুণ খেলেন স্যাঞ্জু স্যামসন। সেঞ্চুরির পথে এগোলেও শেষ পর্যন্ত আক্ষেপ নিয়েই ফিরতে হয় তাকে। উইল জ্যাকসের বলে ফিল সল্টের হাতে ক্যাচ দেওয়ার আগে ৪২ বলে ৮৯ রান করেন তিনি। তার ইনিংসে ছিল আটটি চার, সাতটি ছয়।

দ্রুত রান তুলতে চার নম্বরে নামানো হয় শিবম দুবেকে। ২৫ বলে একটি চার, চারটি ছয়ে ৪৩ রান করেন তিনি।

দলনেতা সূর্যকুমার যাদব ৬ বলে ১১ রান করেন। শেষ দিকে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন হার্দিক পান্ডিয়া, তিলক ভার্মা। হার্দিক করেন ১২ বলে ২৭ রান। তিলক ভার্মা করেন ৭ বলে ২১ রান।

এছাড়া অক্ষর প্যাটেল ২ রানে অপরাজিত থাকেন। বরুণ চক্রবর্তী রান না করেই অপরাজিত ছিলেন।

ইংল্যান্ডের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন উইল জ্যাকস, আদিল রশিদ। একটি উইকেট নেন জোফরা আর্চার।

বুমরাহকে ‘ইয়র্কার কিং’ বললেন অক্ষর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সেমিফাইনালে চার-ছক্কার ম্যাচে মাত্র ৭ রানে হেরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে জয়ের পর জসপ্রীত বুমরাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন সতীর্থরা।

এবার তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সেমিফাইনালে অসাধারণ দুটি ক্যাচ নিয়ে জয়ে ভূমিকা রাখা অক্ষর প্যাটেল। গতকাল ওয়াংখেড়ে চার-ছক্কার বৃষ্টিতে দুই দল মিলিয়ে করে ৪৯৯ রান। ভারতের ২৫৩ রানের জবাবে ইংল্যান্ড করে ২৪৬। এমন এক হাইস্কোরিং ম্যাচেও ৪ ওভারে মোটে ৩৩ রান খরচ করে বুমরাহ নিয়েছেন একটি উইকেট। দুই দলের বোলারদের মধ্যে তার ইকোনমি (৮.২৫) রেটই ছিল সবচেয়ে কম।

শেষদিকে যখন ইংল্যান্ডের রানরেট দ্রুত বাড়ছিল, তখনও তিনি নিখুঁত লাইন-লেংথে বল করে ব্যাটারদের চাপে রাখেন।১৬ ও ১৮তম ওভারে বল হাতে নিয়ে মাত্র ১৪ রান দিয়ে ভারতের দিকে ম্যাচ টেনে আনেন।

ভারতের অন্যতম বৃহত্তম স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম জিওহটস্টারে কথা বলতে গিয়ে অক্ষর বলেন, আমরা জানতাম জসপ্রীত বুমরাহর শেষ দুটি ওভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই উইকেটে ভুলের ব্যবধান খুবই কম ছিল। চাপের মধ্যে বুমরাহর নির্ভুল ইয়র্কার দেখানো থেকেই বোঝা যায়, কেন তাকে ‘ইয়র্কার কিং’ বলা হয়।

অক্ষর বলেন, সে (বুমরাহ) ঠিক জানে কীভাবে কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে বের করে আনতে হয়। এমন উইকেটে এমন পারফর্ম করা পুরো দলকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সবাই জয়ের জন্য অবদান রেখেছে। ফাইনালে যাওয়ায় পুরো টিম উত্তেজিত।

এদিকে ম্যাচে ভারতের অন্যতম এই অলরাউন্ডার তার ফিল্ডিং সম্পর্কেও কথা বলেছেন। যার মধ্যে তার নেওয়া দুটি ক্যাচ নিয়ে কথা বলেছেন। অক্ষরের মতে, বোলারদের জন্য এটি খুবই কঠিন উইকেট ছিল, তাই একজন ফিল্ডার হিসেবে ক্যাচ নেওয়া বা রান বাঁচানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রথম ক্যাচটি আমার প্রিয় ক্যাচগুলোর মধ্যে একটি ছিল। আমি পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছিলাম, যা সবসময় কঠিন কারণ আপনার দৃষ্টিশক্তি কিছুটা অস্থির হতে পারে। শেষ মুহূর্তে, ক্যাচ শেষ করার আগে আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি নিয়েছিলাম এবং এটি আমাকে বলটি আরও ভালোভাবে বিচার করতে সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয় ক্যাচটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এসেছিল যখন অংশীদারিত্ব তৈরি হচ্ছিল। প্রাথমিকভাবে আমি অনুভব করেছি, বলটি আমার বাইরে চলে যেতে পারে, কিন্তু তারপর আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি এটিতে পৌঁছাতে পারব। শিবমকেও কৃতিত্ব দেওয়া হয় কারণ আমরা সেই মুহূর্তে ভালোভাবে পরিস্থিতি সামল দিয়েছি। এই পরিস্থিতিতে এক সেকেন্ডের মধ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং চাপের মধ্যে শান্ত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR